রশীদ জামীল

আহাফি

আ হা ফি

র শী দ জা মী ল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২৮০, US $ 13, UK £ 10

প্রচ্ছদ : নওশিন আজাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-8-0

Ahafi
by Rashid Jamil

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
fb.com/kalantorprokashonisyl
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

স্ক্রিপ্ট তৈরি করে পড়তে দিলাম তাঁকে। তিনি বললেন, ইটস ইনাফ, এর বাইরে আর কিছু বলার আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি বললাম, বিশেষ কোনো পরামর্শ? বললেন, লেখককে তার নিজের মতো করেই বলতে দিতে হয়। একজন লেখকের প্রথম চাহিদা এটাই। আমি মনে মনে বললাম, শেষ চাহিদাও!

আহমাদ আবু সুফিয়ান, ইমাম ও খতিব, মদিনা মসজিদ, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক।

গলায় গামছা বেঁধে কীভাবে লেখা আদায় করতে লাগে, কেউ শিখতে চাইলে তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারে। মানুষটি পেছনে থেকে নিয়মিত ধাক্কাধাক্কি না করলে এ বিষয়ে লিখা হতো না। সম্পাদক এবং লেখক; কোনটিতে তিনি এগিয়ে আমি জানি না। সুযোগ পাচ্ছি না কারণ, লিখেন কম। যদি লিখতেন, যাদের পেছনে লেখার জন্য লেগে থাকেন, আমি নিশ্চিত, তাদের অনেকের চেয়ে ভালো লিখতেন।

মুনির আহমদ, নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক মুঈনুল ইসলাম।

অলস হিশেবে কিছুটা সুনাম তো আমার আছেই, তাঁর কারণে অলসতাটা আরও বেড়ে যায় মাঝেমধ্যে। ইলমি সাবজেক্টে আমার যখন রেফারেন্স লাগে, নিজে ঘাঁটাঘাঁটিতে না যেয়ে আমি তাঁকেই ডাক দিই। অনলাইনের ওপর তো আর ভরসা রাখা যায় না। এই বইয়ের রেফারেন্সগুলো কাগুজে কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কাজটি তাকেই করে দিতে হলো। কোনো কারণ ছাড়াই আমার প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা টের পাই আমি। ছোটভাইদের শ্রদ্ধা জানানোর সামাজিক রেওয়াজটা চালু হওয়া দরকার।

নোমান আহমদ, শিক্ষক, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজিরবাজার, সিলেট।

লেখা কনভার্টিং যে কী ঝামেলার কাজ, যারা জানে শুধু তারাই জানে। যে জানে না তাকে বলে বোঝানো যাবে না। এসব কাজ তাকে দিয়ে করানোর আগে ফ্যামিলিগত জরুরি কিছু বলার থাকলে আমাকে বলে নিতে হয় কারণ, যে কাজ ছয়দিনেও শেষ করা সম্ভব না, সে বলবে তিনদিনেই করে দিচ্ছি এবং অবধারিতভাবেই চতুর্থ দিন থেকে

তাকে আর ফোনে পাওয়া যাবে না। অষ্টম বা নবম রজনীতে ফাইল ইমেইল করে মোবাইলে আস্তে করে একটা টেক্স পাঠাবে, ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি!

হুসাইন আহমদ মিসবাহ, আমার অনুজ।

জাজাহুমুল্লাহ খাইর, আহসানাল জাজা, ফিদ-দারাইন।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, *আহাফির* এটি তৃতীয় সংস্করণ ও পঞ্চম মুদ্রণ। আমরা মনে করি এটি কবুলিয়্যাতের আলামত। পাঠকরা ভালোবেসে বইটি গ্রহণ করেছেন। নিজে পড়ছেন, অন্যকে পড়তে সাজেস্ট করছেন। সবচেয়ে ভালোলাগার ব্যাপার হলো, হজরত আলিমগণের কাছে *আহাফির* গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আহাফি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশের দায়িত্ব কালান্তর প্রকাশনী নিয়েছে। এ হিশেবে পঞ্চম মুদ্রণও কালান্তর প্রকাশনী বের করল।

এই সংস্করণে বইটিকে একেবারে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে। বানানগত ত্রুটিগুলো যথাসম্ভব দূর করা হয়েছে। লেখার সেটিং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ফন্ট চেঞ্জ করা হয়েছে। বইয়ের কাগজ-বাঁধাই ইত্যাদি উন্নত করা হয়েছে। এদিকে প্রিন্টিং সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়া এবং এসব কারণে বইয়ের মূল্যও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। আশাকরি সম্মানিত পাঠক বিষয়টি বিবেচনায় নেবেন।

বইটিতে কালান্তরের নিজস্ব ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তাক্ষরগুলো পাঠকের কাছে কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। তবে ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বেশ কিছু যুক্তাক্ষর আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি—কোন কোন অক্ষর মিলে কোন শব্দ হয়েছে। এতে পাঠক শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন।

আল্লাহপাক বইটির লেখক, পাঠক, প্রকাশক, পরিবেশক সবার জন্য দুনিয়াতে হেদায়াতের এবং আখেরাতে নাজাতের জরিয়া হিশেবে কবুল করে নিন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রথম প্রকাশের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপনিবেশবাদ-উত্তর বিশ্বমানচিত্রে অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনোভাবেই স্বাধীন হতে পারেনি দেশগুলো। হতে দেওয়া হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে সন্ত্রস্ত মুসলমান নিজস্ব তাহজিব-তামাদ্দুন ছেড়ে অনৈসলামিক সংস্কৃতিকে নিজের করে নিয়েছিল! তবে হিজাজের কিছু অংশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল এর ব্যতিক্রম। শত জুলুমের মুখেও সেখানকার মুসলিমরা দেশপ্রীতির প্রশ্নে ছিল অনড়, নৈতিকতার রীতিতে অদম্য, ধর্মীয় নীতিতে আপসহীন।

বাস্তবতা সাক্ষী। 'আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ' সূত্রে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সবসময়ই মুসলিমদের মধ্যে উদারপন্থি, চরমপন্থি, উগ্রপন্থি, মধ্যপন্থি; নানা রকমের পন্থি আবিষ্কার করে মুসলিমদের বিরোধে জড়িয়ে রাখে। তাদের ফ্যাক্টরিতে ধোলাইকৃত মগজ নিয়ে কিছু মুসলমান লেগে যান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজিতে।

সাতচল্লিশ-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের পৃষ্ঠা উলটালে দেখা যায়, সে সময় মুসলিমদের সাইজ করার জন্য কাদিয়ানি, লা-মাজহাবি এবং মাজারপূজারী, এই তিন দলকে ভরণ-পোষণ দিয়ে লালনপালন করা হচ্ছিল। সাতচল্লিশে প্রভুরা লেজ গুটিয়ে পালালেও উচ্ছিষ্টভোজিরা মিশন থেকে সরে আসেনি। ফলে সরলপ্রাণ মুসলিমরা তাদের খপ্পর থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না!

দুই. সময়ের চাহিদা ছিল মুসলিমদের ইমান আকিদা ও আমাল ঠিক করে দেওয়ার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে দাওয়াত ও ইসলাহের মেহনত শুরু করা। আলিমরা সেদিকেই মনোনিবেশ করলেন। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চষে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা। গড়ে উঠতে লাগল দীনি প্রতিষ্ঠানসমূহ। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হলো। বিগত অর্ধশতকে মুসলিমরা যেটুকুন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, ধর্মীয় ফিরকাবাজ সম্প্রদায় থেকে সাধারণ মুসলমানদের আকিদা রক্ষা করতে পেরেছেন, সেটা ওই সকল নিবেদিতপ্রাণ আলিমরা তথা উলামায়ে দেওবন্দেরই ইখলাসওয়ালা মেহনতের ফসল।

তিন. নতুন শতাব্দীকে বলা হচ্ছে প্রযুক্তির শতাব্দী। ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং মিডিয়ার সুবাদে নতুন সাজে পুরাতন এজেন্ডা বাস্তবায়নে ধর্মীয় ফিরকাবাজি উসকে দিচ্ছে কিছু লোক। এই কিছুদিন আগেও মুসলমানরা যখন মসজিদে নামাজে দাঁড়িয়েছেন, তখন ভুলে গেছেন বাইরের সব বিভেদ। কিন্তু আজ শুধু দুঃখ নয়; শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করছি, তথাকথিত সহিহ(!) আন্দোলনের কবলে পড়ে মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতও অনৈক্যের মহা-সম্মিলন হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের সহিহ(!) আন্দোলনের শিকার সরলপ্রাণ তরুণসমাজ। লা-মাজহাবি সহিহ(!) আন্দোলনের কারণে আজ নামাজের কাতারে কাতারে ঝগড়া, ইমাম-মুসল্লিদের মধ্যে তর্ক, স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যেও সংঘাত!

সহিহওয়ালাদের এই অপপ্রচারের কবল থেকে মুসলিমদের ইমান-আকিদা রক্ষার জন্য আলিমরাসহ দলমত নির্বিশেষে সবাই এখন সচেতন হচ্ছেন। আলিমদের পক্ষ থেকে যথাযথ জবাবও দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু ইসলামি বিধিবিধান-সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ-সরল উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের উপযোগী করে রেফারেন্সসহ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব ছিল। এই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে এলেন কথাসাহিত্যিক রশীদ জামীল। যারা রশীদ জামীলকে পাঠ করেন, তারা আমার সঙ্গে একমত হবেন, লেখক সাধারণত সাধারণ লাইনেই লেখালিখি করে থাকেন। আমাদের অনুরোধে তিনি তাঁর লেখালিখির নিজস্ব ধারা থেকে একটু দূরে সরে এসে; অথবা বলব, মূলের একটু কাছে চলে এসে একমাস পরিশ্রম করে বইটি লিখলেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আমার বিশ্বাস, এ বইটিও তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী একটি সৃষ্টি হিশেবে মূল্যায়িত হবে।

বিভ্রান্ত মুসলিমদের জন্য বইটি হিদায়াতের জরিয়া হোক। আল্লাহ লেখককে দীনের লেখক হিশেবে কবুল করুন।

আহমাদ আবু সুফিয়ান
নিউ ইয়র্ক
ফেব্রুয়ারি- ১৭, ২০১৬

সূচিপত্র

কথামুখ	:	১৩
ভিশন যখন মিশনে	:	১৭
পটভূমি	:	১৯
আহলুল্লাহ : আহলুশ-শয়তান	:	২৪
মোল্লা এবং লিল্লাহ	:	২৪
নবিগণের ডিউটি	:	২৫
নবিজির বাবা-মা কি জান্নাতি	:	২৬
বেমারি	:	২৬
শয়তানিক উপদল	:	২৭
শয়তানের কর্মনীতি	:	২৮
আল্লাহ মানি, কেমন মানা	:	৩১
আহলে সুন্নাত আহলে হাদিস	:	৩৭
আহলে হাদিস এবং আহাফি	:	৩৯
জন্মনিমন্ত্রণ ও নামকরণ	:	৪২
দোষে-গুণে সাহাবি	:	৪৫
কাছের কুরআন, দূরের কিতাব	:	৪৭
মুআবিয়া রা.	:	৪৮
কালাম, কুরআন, কিতাব	:	৪৯
তাকলিদ বা অনুসরণ	:	৫১
ইজমা কিয়াস আবার কেন	:	৫৩
হাদিস মানি, কোন হাদিস	:	৫৫
চার খলিফার চার ফয়সালা	:	৫৫
ইমাম মানব কেন	:	৫৯
ইমাম না মানলে দীন মানার উপায় নেই	:	৬১
সব মাসআলা কুরআন-হাদিসে থাকে না	:	৬২
কুরআন-হাদিসেই সবকিছু দিয়ে দিলে...	:	৬৪
সরাসরি কুরআন-হাদিসে নেই—উদাহরণ	:	৬৫
চাঁদ দেখা	:	৬৬
ইমাম যদি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেন	:	৬৬

ছায়া হাদিস : ৬৭
তাকলিদ কাকে বলে, কারা করে : ৬৯
তাকলিদের দলিল : ৭০
তাকলিদে শাখসি : ৭৩
মুজতাহিদ সাহাবি : ৭৫
তাকলিদ কেমন মাসআলায় : ৭৬
আহকামে শরইয়্যাহ : ৭৮
মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ : ৭৮
মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ : ৮১
মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিজাহ : ৮১
মাসায়িলে মানসুসাহ মুহতামিলাতুল মাআনি : ৮৩
মাসায়িলে মানসুসাহ গায়র মুতাআইয়্যিনাতুল আহকাম : ৮৩
তাকলিদ নিয়ে অভিযোগ : ৮৫
তরকে তাকলিদের পরিণাম : ৮৯
আলিফ থেকে ইয়া সমাচার : ৯০
পরিণাম : ৯১
কবরে সাইজিং : ৯২
শেষ বিচারের শেষে : ৯৩
তাকলিদের অপরিহার্যতা : ৯৩
মাজহাব মানে কি অন্ধবিশ্বাস : ৯৮
মাজহাব মানতে হবে কেন : ১০০
সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন : ১০০
চার ইমামের ইখতিলাফ, কে ভুল কে শুদ্ধ : ১০১
চার ইমামে ইখতিলাফ কেন : ১০২
একাধিক মাজহাব মানলে সমস্যা কী : ১০৩
রোগীর কথা বলি : ১০৪
পঞ্চম মাজহাব : ১০৬
নেকাবের পেছনের চেহারা : ১০৮
হালালজাদা হারামজাদা : ১০৮
আবু হানিফা ও বুখারি : ১১০
ওয়ালায়াতে আবু হানিফা : ১১১
দূরদর্শী আবু হানিফা : ১১৬
ইমামের স্পষ্টবাদিতা : ১১৭
আবু হানিফা নামকরণ : ১১৮

জেবুননেসা আলমগির : ১১৯
আবু হানিফা কেন আবু হানিফা : ১২৪
ইমামের ইনতেকাল : ১২৬
বুখারি তুমি কার : ১২৭
বুখারি ও কুফা : ১২৮
কুফার প্রতি ইমাম বুখারির কেন ছিল এই টান : ১২৮
পছন্দের প্রিয়তা : ১২৯
বুখারির সঙ্গে কারা : ১৩০
বুখারি ও ফাজায়েলে আমাল : ১৩০
যে ব্যাপারগুলো আলোচনায় আসতে পারে : ১৩১
বাবার মেয়ে : ১৩৩
সহিহ হাদিস কাকে বলে : ১৩৫
নবির নামাজ : ১৩৭
হাদিসের ভিন্নতার কারণ : ১৩৮
ইমামগণের ইখতিলাফ : ১৩৮
আহাফিদের অপপ্রচার : ১৩৯
নিয়ত : ১৪০
হাত বাঁধা : ১৪১
দাঁড়ানো : ১৪২
'আমিন' বলা : ১৪৩
'আমিন' আসলে কী : ১৪৫
তারকে কিরাআত খালফাল ইমাম : ১৪৭
সুরা ফাতিহা কি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত : ১৪৭
নবির হাদিস; ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না : ১৪৮
ফাতিহা-খাদক : ১৫০
সালাতুন নবি, ইমামুল আম্বিয়া : ১৫১
বিতরের নামাজ : ১৫১
তারাবিহ : ১৫২
তারাবিহ কত রাকআত : ১৫৪
আট রাকআতকে তারাবিই বলা যাবে না : ১৫৫
রাফে-ইয়াদাইন : ১৫৬
আহাফিদের বেআদবি : ১৬০
গাধা সমাচার : ১৬২
গ্রন্থপঞ্জি : ১৬৬

কথামুখ

‘এবার আমি অবসরে যাব’।

কথাটা বলেই লম্বা একটা হাই তোলে—ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষ যেভাবে আড়মুড়ি দেয়, ঠিক সেভাবে একটা আড়মুড়ি দিলেন তিনি। সঙ্গী-সাথিরা কৌতূহল নিয়ে তাকালো তার দিকে! কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ লিডার এভাবে কেন বলছেন, কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। ঘটনা কী!

ঘটনা হচ্ছে…

ঘটনার আগে ছোট্ট করে মূল ভাবটি বলে ফেলি, যে কারণে আয়োজন।

‘মিথ্যা ততক্ষণ বলতে থাকো, যতক্ষণ লোকে এটাকে সত্য হিশেবে ধরে না নেয়’—বলেছিলেন নেপোলিয়ন। পৃথিবীতে শয়তানের চেয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কোনো আলিম আছেন কি না আমার জানা নেই। নামের সঙ্গে হাদিস জড়ানো বিবেকের খতনা করানো দাব্বাতুল-ইন্টারনেটরা হাদিসের নামে মায়াকান্নায় ঘেমে অস্থির করে তুলেছে আকিদার অস্থিগুলো। ‘ভিক্ষা চাই না মাগো কুত্তা সামলাও’ অবস্থা।

উপরের তিন গুণ(!) একই অঙ্গে ধারণ করে কিছু লোক যখন অনবরত মিথ্যা বলে বলে মানুষের বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করছে, তখন সহজ সত্যটা সামনে তুলে ধরা দরকার। ভাব শেষ, এবার ভাব সম্প্রসারণ।

শুরুতে যে ভদ্রলোক হাই তুলছিলেন, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তার আসল নাম ইবলিস, নিক নেইম শয়তান। ওয়েল-নউন পার্সোনালিটি! বিশাল ক্ষমতাধর। মানুষকে কান ধরে উঠবস করানো তার বাঁ-হাতকা খেল!

শয়তান খুব অস্থির হয়ে উঠল একসময়! দিনের পর দিন মেহনত করে একটা লোককে সাইজে আনতে হয়। তারপর নাকে-মুখে-কানে কতো ফুঁ-ফা দেওয়ার পর তবেই তাকে দিয়ে একটা কু-কাম করানো যায়। আর লোকটি কিনা রাতে ঘুম থেকে উঠে ‘মালিক, ভুল করে ফেলেছি, আর করব না, মাফ করে দাও’ বলে ফুসফুস করে কান্দে। আর আল্লাহ-ও বলেন, ‘আচ্ছা যা, দিলাম মাফ করে; কিন্তু আর করবি না’ কথাটা মনে থাকে যেন’… কোনো কথা হলো!

শয়তান তার অ্যাসিস্ট্যান্টদের জড়ো করে বলল, আজ থেকে আমাদের কর্মকৌশল পালটে যাবে। কাজ আগেরটাই করব তবে সেটা করব ভিন্নভাবে। গুণীজনেরা ভিন্নকাজ করেন না, তারা একই কাজ ভিন্নভাবে করেন।

সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকালো তার দিকে। কৌতূহলী হলেও লিডারের প্রতি তাদের আস্থা আছে। তারা জানে লিডার যা করবেন, শয়তান-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যই করবেন। শয়তান বলল,

—তোমরা কি লক্ষ করেছ আমাদের কাজের আলটিমেট রেজাল্ট কী আসছে?

—কথাটি আমরা বুঝতে পারছি না বস।

—বুঝতে না পারার তো কিছু নেই। এই যে সারাদিন পরিশ্রম করে মানুষকে দিয়ে আকাম-কুকাম করাও, তারপর কী হয় খবর রাখো?

সবাই চুপ করে রইল। লিডারের মুখের ওপর কথা বলতে ভয় পায় তারা। বুড়োমতন একজন গলা খাকারি দিয়ে বলল,

—কিছু মনে করবেন না বস, আপনি আমাদেরকে আকাম করানোর ডিউটি দিয়েছেন, আকাম করার পর সেই লোক কী করে, সেটার খবর রাখার ডিউটি আমাদের দেননি!

—হুম। তুমি ঠিক বলেছ। এই ডিউটি আমি তোমাদের দিইনি তবে আমাকে সব খবর রাখতে হয়। আমি যেমন তোমাদের কাজের আউটপুট সংগ্রহ করি, ঠিক সেভাবে যাকে তোমরা আকামে লাগিয়ে এসেছ, তারও খবর আমাকে রাখতে হয়। শয়তান-সাম্রাজ্য পরিচালনা তো আর এত সহজ না। যাক, ব্যাপার হলো, তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেসব মানুষকে আমি উলটা-পালটা কামে লাগাই, সেই বদগুলো কী করে জানো?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী?'

—কান্নাকাটি শুরু করে দেয়... 'আল্লাগো, গোনাহ করে ফেলেছি, ভুল করে ফেলেছিগো আল্লাহ, আর করব না, মাফ করে দাও।' আর আল্লাহও মাফ করে দেন। তার মানে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই, পরিশ্রম পণ্ড। বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?

—জি বস।

—চিন্তার বিষয়। এটা তো হতে দেওয়া যায় না।

—অবশ্যই না।

—আমাদেরকে এখন টেকনিক পালটাতে হবে।

—অবশ্যই পালটাতে হবে।

—এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে আল্লাহ আর মাফ করে না দেন।

—কিন্তু বস, আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তো মাফ করেই দেবেন।

—যদি মাফ-ই না চায়?

—মাফ তো চাইবেই...

শয়তানের মুখে বিকট হাসিরেখা চিত্রিত হলো। সে তার নিকষ-কালো কুশ্রী ঠোঁট-দুটো বাঁকা করে বলল,

—আমি কতবড় ত্যাদড় সেটা তোমরাও জানো না। এমন চাল চালব, পাবলিক গোনাহ করবে আবার আল্লাহর কাছে মাফও চাইবে না। কারণ, সে বুঝতেই পারবে না কাজটি গোনাহর ছিল। তোমরা কি কখনো কৃমির ট্যাবলেট দেখেছ?

—এটা আবার কী লিডার?

—তোমাদের অবশ্য চেনার কথাও না। মানুষের বাচ্চাদের পেটে মাঝেমধ্যে লম্বাটে ধরণের কিছু পোকার জন্ম হয়। এগুলোর নাম হলো কৃমি। সেগুলোকে মারার জন্য একপ্রকার ট্যাবলেট আছে। ট্যাবলেটটি খেতে খুবই বিস্বাদ এবং দেখতেও বিদঘুটে। বাচ্চারা খেতে চায় না। তখন বাচ্চার মা কী করেন জানো?

—কী করেন?

—ট্যাবলেটের চতুর্দিকে গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে খাইয়ে দেন। বাচ্চারা মজা করে খেয়ে ফেলে। ব্যস, কাজ হয়ে গেল। কিছু কি বুঝতে পারলে?

—জি, কিছুটা।

—কিছুটা বুঝলে তো হবে না, পুরোটা বুঝতে হবে। মানুষ কিছুটা বুঝে আর বাকিটা না বুঝেই লাফায়। তোমরা তো মানুষ না, তোমরা হলে শয়তান। তোমাদের মধ্যে মানুষের বদ খাসলত চলে আসল কবে থেকে? বুঝিয়ে বলছি শোনো। এখন থেকে আমাদের কাজের ধরণ হবে মানুষকে আমরা আকাম-কুকাম করাব ঠিকই, তবে সেটা করাব গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে, কৃমির ট্যাবলেটের মতো। গোনাহের কাজগুলোকে আমরা তাদের সামনে তুলে ধরব নেকির কাজ হিশেবে। তারা সেগুলো নেকি ভেবেই করবে। যেহেতু কাজটি যে গোনাহের, এটা তারা বুঝবেই না, তাই তাওবা করার প্রশ্নই আসে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?

—ইয়েস স্যার!

—থ্যাংক য়্যা। এখন যাও, নতুন ফর্মুলায় কাজে নেমে পড়। আমার আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গেই থাকবে।

এটি ছিল কয়েক হাজার বছর আগের কথা। শয়তানের এই মিটিংটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ

প্রমাণিত হলো। দেখা গেল—

- মানুষ মসজিদ ছেড়ে মাজারমুখো হয়ে গেছে। মসজিদে এসে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মাজারে গিয়ে বাবার কাছে চাইছে।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করার নামে তাঁকে আল্লাহর সমান করে নিচ্ছে!
- কিছুদিন পরপর রঙ-বেরঙের মনগড়া ইবাদত আবিষ্কার করছে।

শয়তান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তবে শয়তানের অবসরে যাওয়ার ঘোষণাটি অতি সাম্প্রতিক। সামসময়িক বিশ্বের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সে তার অভিলাষ প্রকাশ করার জন্য জরুরি সাধারণ সভার আয়োজন করেছিল। ঘোষণাটি দেওয়ার আগে পুরো প্রেক্ষাপট তুলে ধরল সে। বলল,

—দেখো, আমাদের জন্য মূল সমস্যা ছিল তাওহিদবাদীরা। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে এক মেনে সহিহ আকিদায় সঠিকভাবে ইবাদত করবে, তারাই ছিল আমাদের জন্য সমস্যা। আর বুঝতেই পারছ আমি মুসলমানদের কথাই বলছি। এতদিন ছলে-বলে-কৌশলে আমরা আমাদের কাজ সিদ্ধি করিয়েছি; কিন্তু আজ আমি তোমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইতিমধ্যেই মানুষের মাঝে আমি আমার এমন কিছু শাগরেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যারা এখন আমার হয়ে কাজ করে দিচ্ছে। এরা মুসলমানদেরকে সহিহ-গলদের ভেলকি লাগিয়ে এমনভাবে সাইজ করছে যে, আমি নিজেই সেভাবে করতে পারিনি। তাই আমি খণ্ডকালীন অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমাদেরকেও কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হলো। যাও, রিলাক্স করো। আবার যখন দরকার হবে ডাকব। ঠিকাছে?

—জি মালিক, ঠিকাছে।

'শয়তানের জয় হোক, শয়তানের জয় হোক' স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থল ত্যাগ করল সবাই। ঠিক আগের মতোই আরেকবার হাই তুলল সে।

শয়তান কাহিনি শেষ। উপরে বর্ণিত কাহিনির রেফারেন্স চাইবার দরকার নেই কারণ, কথাগুলো সম্পূর্ণই আমার বানানো। তবে কথা বানানো হলেও বাস্তবতা বানানো নয়। আমি নিশ্চিত, শয়তানের মজলিসে এভাবেই কিছু একটা হয়ে থাকবে। এমনটি আমার কেন মনে হচ্ছে, ব্যাখ্যা করছি। ব্যাখ্যা করার পর যদি আপনারও তাই মনে হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। আর তেমনটি মনে না হলে ওখানেই থেমে যান, খামাখা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।